দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24. AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

সাম্প্রতিক ■ অমিত রায় চৌধুরী

অনলাইনে ভর্তি : প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ভাবনা

দেশে এবারই প্রথম একাদশ শ্রেণিতে ৫টি পছন্দক্রম দিয়ে অনলাইনে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য। কিন্তু আবেদন জমা পড়ে প্রায় সাড়ে এগার লাখ। সাড়ে তিন লাখ ছাত্রছাত্রী প্রথম দফায় কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন কোনো শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। চার দফায় ছাত্রছাত্রীরা নিজের সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত কোনো ফিস গুনতে হবে না। উল্লেখ্য, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেশে এক লাখ বারো হাজার। দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে আসন সাকুল্যে ১৫ হাজার। কাজেই শুধু জিপিএ নয়, প্রার্থীর বিষয়ভিত্তিক অর্জনও ভর্তি যোগ্যতার মানদণ্ড স্থির করতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান ও দেশে বিদ্যমান কারিগরি সামর্থ্য নিয়েই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং তথ্যদানকারীর দক্ষতা ও তথ্য সংগ্রহে নৈপুণ্য ঘাটতি কিংবা ফলাফল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া বা বিভ্রান্তির অবসান লক্ষ্যে যথাসময়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে না পারা কিংবা বিভিন্ন গণমাধ্যমে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রচার; যে কারণেই হোক, জনমনে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, অভিভাবক মহলে নানা উৎকণ্ঠা জায়গা করে নিয়েছিল, যা অনভিপ্রেত ছিল। যাই হোক, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সরকারের অবস্থান ও প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরে অনেক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়েছেন—একথা ধরে নেয়া যায়।

এখন যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক মনে হয় তা হলো—এই পরীক্ষার্থীরা যখন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল তখন নজিরবিহীন হরতাল ও সহিংসতার মধ্যদিয়ে দেশ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকে পুঁজি করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। বারবার পরীক্ষা পেছানোয় পরীক্ষার্থীরা শুধু মানসিক ও শারীরিক হয়রানির শিকার হয়নি, তাদের অনেকে পরিবর্তিত সময়সূচি অনুসরণ করতে না পেরে অথবা সহিংসতার শিকার হয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা কিন্তু নিরপরাধ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে ঘটে যাওয়া এসব অপূরণীয় ক্ষতির বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ লক্ষ্য করিনি। বর্তমান সময়ে অনলাইনে ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমাদের লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়াকে কখনো কখনো অতিসংবেদনশীলতা বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। অবশ্যই এই অনিশ্চয়তার কারণে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে আমি অযৌক্তিক মনে করি না।

অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া জারি থাকায় যারা সংক্ষুব্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ভর্তি সিন্ডিকেট; যারা শুধু নিরীহ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি করানোর আশ্বাস দিয়ে বাণিজ্য করেনি, খোঁজ নিলে জানা যাবে প্রশ্ন ফাঁস বা পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের অনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেবার মতো অপরাধমূলক কাজের সংগে তারা যুক্ত রয়েছে। ভর্তির এই প্রক্রিয়া বহাল থাকলে শিক্ষা বোর্ড বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু অসৎ ব্যক্তির টাকা হাতিয়ে নেবার সুযোগ থেকে বিরত রাখা যাবে। অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শহর বা গ্রাম চেনে না, জানে না প্রার্থী ধনী না দরিদ্র। তাই নামী-দামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগও অখ্যাত গ্রামের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পেয়ে যাবে। ভর্তির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছুটাছুটি সীমিত হয়ে পড়বে। এর ফলে একদিকে যেমন অভিভাবকের আর্থিক সাশ্রয় হবে অন্যদিকে শারীরিক হয়রানি অনেকটাই কমে আসবে। বিভিন্ন খাত উল্লেখ করে ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে আদায়কৃত টাকার বিবরণী শিক্ষাবোর্ডকে জানানোর সংগে ভর্তি প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করায় সমস্ত কর্মকাণ্ডটি আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে। আর প্রযুক্তি বিস্তারে বাংলাদেশে যে নীরব বিপ্লব চলমান, তাকে স্বাগত জানাতে না পারলে আমরা চূড়ান্ত বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হবো বলে আমি মনে করি। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির চমকপ্রদ ব্যবহার শিক্ষার মান উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখে চলেছে তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন। ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষককে পাঠদান করানো বা সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন কিংবা উত্তরপত্র মূল্যায়ন শিক্ষা কার্যক্রমে যে অভিনবত্ব ও গতি সঞ্চার করেছে তা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান অনেক সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। শিক্ষক প্রস্তুত হয়েই শ্রেণিকক্ষে যাবেন, পাঠদান করবেন। অন্যদিকে মন্ত্রণালয় দেশের ত্রিশ হাজার স্কুল ও ছয়শ' কলেজকে 'পিয়ার ইন্সপেকশন'-এর আওতায় এনে প্রতিবছর একাডেমিক সুপারভিশন সম্পন্ন করবেন। আর্থিক লেনদেনই শুধু নয়, প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, হালনাগাদ তথ্য ও চিত্র মন্ত্রণালয় চাওয়ামাত্রই পেয়ে যাবে—এমন ব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি ও অদক্ষতা কমিয়ে এনে শিক্ষার মানোন্নয়নে জোরালো ভূমিকা নেবে বলে বিশ্বাস করি।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন আজ বাংলাদেশ লালন করে তার সফল বাস্তবায়ন করতে গেলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টে ফেলে দ্রুত একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সংগে আমাদের অভিযোজিত হতে হবে, সকল ইতিবাচক পরিবর্তন; তার তাৎক্ষণিক বেদনা যতো তীব্রই হোক না কেন, সমৃদ্ধ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সেসব উদ্যোগকে আমাদের সাদরে, শতকণ্ঠে আবাহন করতে হবে।

● লেখক : অধ্যক্ষ, ফকিরহাট ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, ফকিরহাট, বাগেরহাট